Seminar

জাতীয় বাজেট ২০২৬-২৭ ও জলবায়ু অর্থায়ন:
টেকসই উপকূলীয় সুরক্ষার অগ্রাধিকার কতটা?

No Island Left Behind:
Education, Healthcare, Safe Water for All

COAST Foundation
participates in survival strategies of coastal poor

CJRF Climate Justice Resilience Fund

14 June 2026
CIRDAP Auditorium, Dhaka, Bangladesh

(www.coastbd.net)

২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট

- মোট বাজেট: ৯,৩৮,০০০ কোটি টাকা
  গত অর্থবছরের (৭,৯০,০০০ কোটি টাকা) তুলনায় ১৮.৭৩% বৃদ্ধি
- মোট রাজস্ব আয় লক্ষ্যমাত্রা: ৬,৯৫,০০০ কোটি টাকা
  NBR রাজস্ব: ৬,০৪,০০০ কোটি টাকা
- বাজেট ঘাটতি: ২,৪৩,০০০ কোটি টাকা (জিডিপির ৩.৫৬%)
- ঘাটতি অর্থায়নের উৎস
  - ব্যাংক ঋণ: ১,১২,০০০ কোটি টাকা
  - সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য উৎস: ১৫,০০০ কোটি টাকা
  - বৈদেশিক ঋণ: ১,১৬,০০০ কোটি টাকা
- সামষ্টিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য
  - জিডিপি প্রবৃদ্ধি: ৬.৫%
  - মূল্যস্ফীতি: ৭.৫%-এ নামিয়ে আনার লক্ষ্য
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP): ৩,০০,০০০ কোটি টাকা
  - দেশীয় অর্থায়ন: ১,৯০,০০০ কোটি টাকা
  - বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান: ১,১০,০০০ কোটি টাকা

⚠ **মূল উদ্বেগ: "অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্প্রসারণমূলক বাজেট হলেও ঋণনির্ভর অর্থায়ন ও ঋণসেবার ক্রমবর্ধমান ব্যয় (কিস্তি পরিশোধ ৪৬,০০০ কোটি টাকা) ভবিষ্যৎ আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।"**

সৃজনশীল অর্থনীতি (Creative Economy)

তরুনদের কর্মসংস্থান ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি করতে সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে

(ক) অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহ:

তথ্যপ্রযুক্তি (ICT)- স্টার্টআপ ফ্রিল্যান্সিং
চলচ্চিত্র শিল্প সংগীত শিল্প খেলাধুলা জ্ঞানভিত্তিক শিল্প

(খ) সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য সহায়তা

- নীতিগত সহায়তা → প্রণোদনা প্রদান → উদ্যোক্তা উন্নয়ন
- ব্যবসা সহজীকরণ → বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন

(গ) প্রত্যাশিত ফলাফল

নতুন কর্মসংস্থান উদ্ভাবন বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা

ভর্তুকি, প্রণোদনা ও নগদ সহায়তা-১,১৭,১২৫ কোটি টাকা

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি-১,৩৮,৩৩৯ কোটি টাকা

(আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকা বেশি)

- **ফ্যামিলি কার্ড: ৪১ লাখ নারী-১৪,৫০০ কোটি টাকা**
- **কৃষক কার্ড: ৪২ লাখ কৃষক-১০৬২.৫ কোটি টাকা**

জলবায়ু বাজেট বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

গত ৫ বছরের জাতীয় বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দের চিত্র				
অর্থবছর	চলতি মুলে¨ জিডিপি[কোটি]	মোট জাতীয় বাজেট[কোটি]	মোট জলবায়ু বাজেট[কোটি]	জিডিপি'র % জলবায়ু বরাদ্দ
২০২২-২৩	৪৪,৯০,৮৪২	৬৭৮,০৬৪	৩২,৪০৮.৯০	০.৭২%
২০২৩-২৪	৫০,৪৮,০২৭	৭৬১,৭৮৫	৩৭,০৫১.৯৪	০.৭৩%
২০২৪-২৫	৫৫,৯৭,৪১৪	৭৯৭,০০০	৪২,২০৬.৮৯	০.৭৫%
২০২৫-২৬	৬২,৪৪,৫৭৮	৭৯০,০০০	৪১,২০৮.৯৭	০.৬৭%
২০২৬-২৭	৬৮,৩১,৬০০	৯৩৮,০০০	৫১,৭৪৬.১৬	০.৭৬%

- ২০২৫-২৬: ৪১,২০৮.৯৭ কোটি টাকা
- ২০২৬-২৭: ৫১,৭৪৬.১৬ কোটি টাকা
- বৃদ্ধি: ২৫.৫৭%
- বাজেটের অংশ: ১০.০৭% → ১১.০৩%
- জিডিপির অংশ: ০.৬৭% → ০.৭৬%

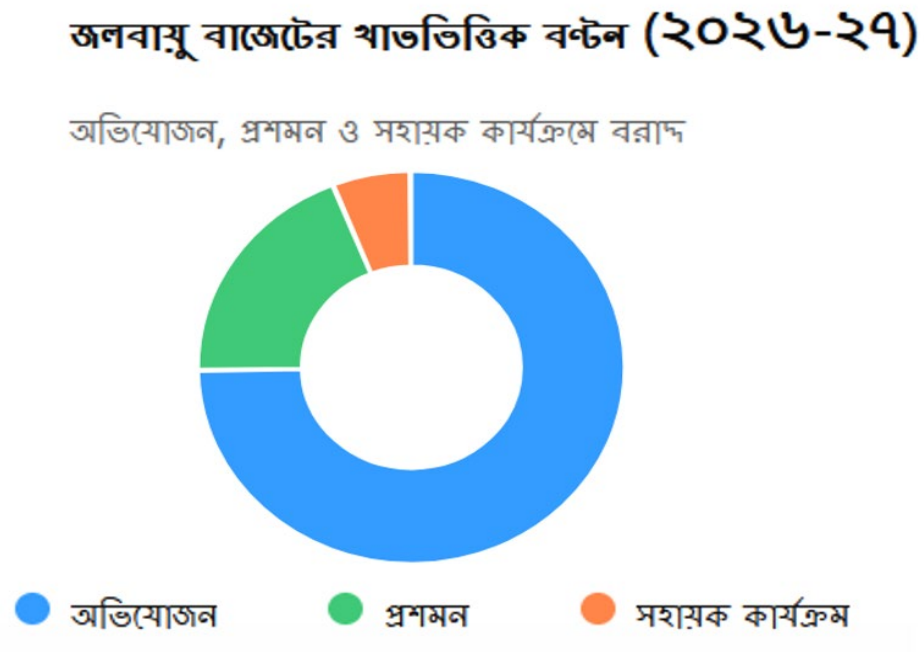

- অভিযোজন (Adaptation)- ৩৮,৯০৫.৯৫ কোটি টাকা (৭৫%)
- প্রশমন (Mitigation)- ৯,৯২৪.৯২ (১৯.১৮%)
- সহায়ক কার্যক্রম (Cross-cutting)- ২,৯১৫.২৫ (৫.৮২%)

✅ বরাদ্দ বৃদ্ধি ইতিবাচক ⚠ এখনও জিডিপির ১%-এর নিচে 📌 বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্যকর অভিযোজনের জন্য জিডিপির কমপক্ষে ৩% বিনিয়োগ প্রয়োজন

পরিকল্পনা আছে-প্রশ্ন অর্থের: বছরে ঘাটতি প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশের জলবায়ু উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আর্থিক প্রক্ষেপন			
বিষয়	এনডিসি	জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (ন্যাপ)	ব-দ্বীপ পরিকল্পনা
উদ্দেশ্য	গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস (Mitigation)	জলবায়ু ঝুঁকির সাথে খাপ খাওয়ানো (Adaptation)	পানি ও ডেল্টা ব্যবস্থাপনা + দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন
মেয়াদ	২০২৬- ২০৩৫	২০২৩-২০৫০	২০১৮-২১০০
মোট ব্যয়	১১৬ বিলিয়ন ডলার	২৩০ বিলিয়ন ডলার	৩৭০ বিলিয়ন ডলার
বার্ষিক	১১.৬ বিলিয়ন ডলার	৮.৫২ বিলিয়ন ডলার	৪.৫ বিলিয়ন ডলার
মোট ব্যয় (প্রতিবছর)		**২৪.৬৪ বিলিয়ন ডলার বা ৩.২ লাখ কোটি টাকা**	

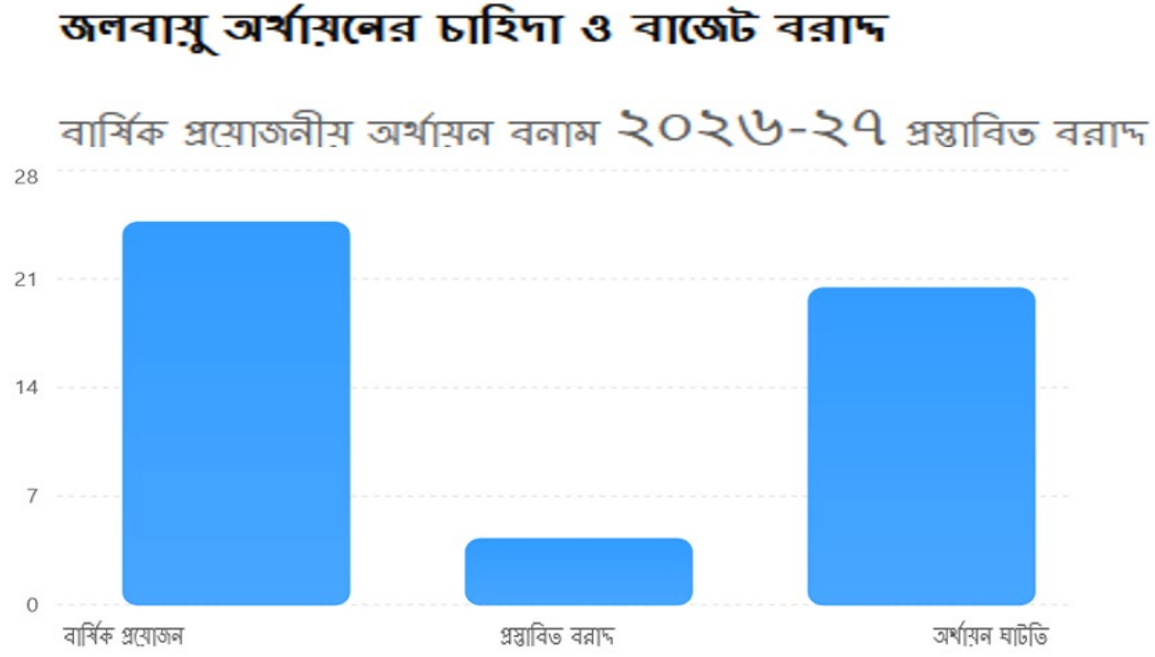

- বার্ষিক প্রয়োজন: ২৪.৬৪ বিলিয়ন ডলার
- প্রস্তাবিত বরাদ্দ: ৪.২৪ বিলিয়ন ডলার
- অর্থায়ন ঘাটতি: ২০.৪ বিলিয়ন ডলার
- টাকায় প্রয়োজন: প্রায় ৩-৩.২ লাখ কোটি টাকা
- জিডিপির: ৫-৫.৫%
- জাতীয় বাজেটের অংশ: ৪০-৪৫%

- NDC 3.0 (Nationally Determined Contribution)
- NAP (National Adaptation Plan)
- Bangladesh Delta Plan 2100

- বৈদেশিক সহায়তা ও ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা
- আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের অনিশ্চয়তা
- অনুদানের তুলনায় ঋণের পরিমাণ বেশি হওয়ার ঝুঁকি

জলবায়ু ঝুঁকিতে বাংলাদেশ: অভিযোজনই টিকে থাকার কৌশল

উপকূলীয় সংকট (Key Impacts)

৩৯ মিলিয়ন মানুষ ঝুঁকিতে

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস → লবণাক্ততা বৃদ্ধি → সুপেয় পানির সংকট → নদীভাঙন

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি

আন্তর্জাতিক খাদ্য নীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট (IFPRI) অনুযায়ী:

১৫ লাখ হেক্টর জমি লবণাক্ততার ঝুঁকিতে

কৃষি আয় কমতে পারে প্রায় ২১% পর্যন্ত

উপকূলীয় ৪০% কৃষিজমি ক্ষতির ঝুঁকিতে

বিশ্ব ব্যাংক পূর্বাভাস:

২০৫০ সালের মধ্যে খাদ্য উৎপাদন প্রায় ৩০% কমতে পারে

সুপেয় পানির সংকট

- ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে
- ১৯ জেলার মধ্যে ১৮ জেলায় সংকট তীব্র

বাস্তুচ্যুতি ও নগর চাপ

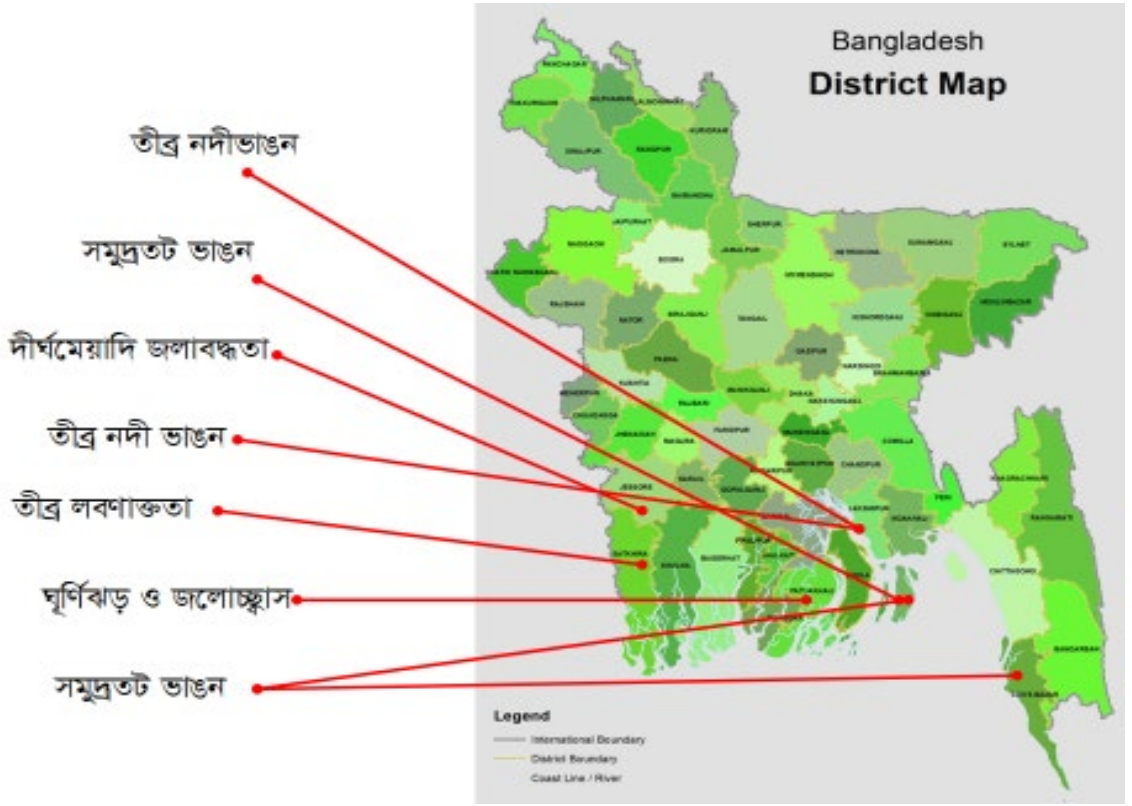

IDMC : ২০৫০ সালের মধ্যে প্রতি ৭ জনে ১ জন বাস্তুচ্যুত হতে পারে

বিশ্ব ব্যাংক: প্রতি বছর প্রায় ৪ লাখ মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে যাচ্ছে

অভিযোজনই বাংলাদেশের প্রধান কৌশল · দুর্যোগ সহনশীল উপকূলীয় অবকাঠামো · পানি ও কৃষি ব্যবস্থার অভিযোজন

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP): নীতিগত অগ্রগতি, বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ

NAP (২০২৩-২০৫০)

- জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা ও অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি
- পানি, কৃষি, উপকূল, স্বাস্থ্য, নগরায়ন, অবকাঠামো ও জীববৈচিত্র সহ বহুখাতভিত্তিক পরিকল্পনা
- দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত অভিযোজন কাঠামো
- মোট প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ: ২৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
- বার্ষিক প্রয়োজন: ৮.৫২ বিলিয়ন ডলার

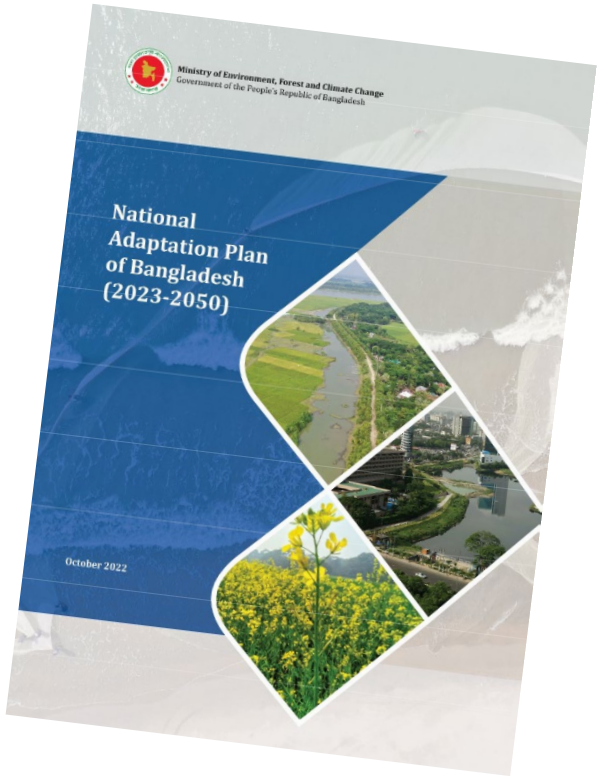

⚠ প্রধান চ্যালেঞ্জ

- **প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা**

  [বিভিন্ন নীতির মধ্যে অসঙ্গতি-কৃষি সম্প্রসারণ বনাম পানি সংরক্ষণ, উপকূলীয় উন্নয়ন বনাম পরিবেশ সংরক্ষণ নগরায়ণ নীতি বনাম বন্যা ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি নীতি বনাম জলবায়ু নীতি, নদী বাঁধ নির্মাণ বনাম প্রতিবেশ সংরক্ষণ]

- দুর্বল সমন্বয় ও বাস্তবায়ন সক্ষমতা
- স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সক্ষমতা ও বাজেট ঘাটতি

দেশীয় অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা

- জলবায়ু অভিযোজনের জন্য পৃথক (Tagged) বাজেট সীমিত
- প্রকল্পভিত্তিক বরাদ্দের ওপর উচ্চ নির্ভরতা
- দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ধারাবাহিকতার অভাব

আন্তর্জাতিক অর্থায়নের চ্যালেঞ্জ

- প্রাতিশ্রুত অর্থ ও প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে ব্যবধান
- ঋণ নির্ভর ও অনুমোদন ও প্রশাসনিক জটিলতা
- সহ-অর্থায়ন শর্তের কারণে বিলম্ব

আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন (২০২৫)

- প্রায় ৮৫% → উন্নয়ন ঋণ (Concessional Loan)
- প্রায় ১৫% → অনুদান (Grant)

সমন্বিত পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে এক খাতের সিদ্ধান্ত অন্য খাতের জলবায়ু অভিযোজন প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে

উপকূলীয় চরাঞ্চল: উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকি, কম বিনিয়োগ; স্বাস্থ্যসেবার চরম সংকট

স্বাস্থ্যঝুঁকির বহুমাত্রিক সংকট

- প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী সেবার প্রাপ্যতা, জরুরি প্রসবকালীন সেবা
- মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি
- টিকা, অপুষ্টি, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া সংক্রমণ বেশি
- লবণাক্ত পানির কারণে উচ্চ রক্তচাপ, কিডনি ও প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের সংকট
- পরিবহন ও যোগাযোগ সংকট বড় বাধা

উদাহরনস্বরুপ কয়েকটি চরের স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক চিত্র:

- **চরচটকিমারা** (ভোলা সদর উপজেলা) ; জনসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার, কোনো কমিউনিটি ক্লিনিক নেই
- **চরজহির উদ্দিন** (ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলা); জনসংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার, কমিউনিটি ক্লিনিক নেই
- **চরহাদী** (পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলা); জনসংখ্যা প্রায় ১৩ হাজার, কমিউনিটি ক্লিনিক নেই
- **উড়ির চর (সন্দীপ, চট্টগ্রাম):** প্রায় ২০-২২ হাজার, কমিউনিটি ক্লিনিক নেই
- চর নেয়ামতপুর (ভোলার দৌলতখান উপজেলা): কয়েক হাজার মানুষ বাস করে কমিউনিটি ক্লিনিক নেই
- চরবাগমারা ও চরলতিফ (ভোলার বোরহান উদ্দিন উপজেলা) কয়েক হাজার মানুষ বাস করে কমিউনিটি ক্লিনিক নেই

২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ জিডিপি'র ০.৫৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১.০১ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে

মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন
২,২৬৬.৮৭ কোটি টাকা

ঔষধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ
৭,৬২৩.৫২ কোটি টাকা

২৪/৭ অ্যাম্বুলেন্স সেবা চালুর জন্য বরাদ্দ
৪০০.০০ কোটি টাকা

চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ
১ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ও ৫ হাজার এমবিবিএস চিকিৎসক
নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ

ই-হেলথ কার্ড
ই-হেলথ কার্ডের মাধ্যমে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

কেয়ার গিভার
বেকার যুবক-যুবতীদের
৪ মাস মেয়াদি 'জেনারেল কেয়ার গিভার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

- ✓ যেসব চরাঞ্চলে কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই সেখানে স্থাপন
- ✓ প্রয়োজনীয় লোবল নিয়োগ-দক্ষতা উন্নয়ন ও
- ✓ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ঔষুধ সরবরাহ
- ✓ ভাসমান/মোবাইল স্বাস্থ্যসেবা চাল করা
- ✓ মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যে বিশেষ বিনিয়োগ
- ✓ নিরাপদ নৌ-অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনা: টেকসই উন্নয়নে বিদ্যমান দুর্বলতা

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস | খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ | জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা | জীবিকা রক্ষা

→ টেকসই উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনা হোক জলবায়ু অভিযোজনের মূল ভিত্তি

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের ঘাটতি

- একাধিক সংস্থা (পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার, কৃষি, জনস্বাস্থ্য) কাজ করলেও সমন্বয় দুর্বল
- একই এলাকায় একাধিক প্রকল্প হলেও সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা হয় না
- বিনিয়োগের পূর্ণ সুফল পাওয়া যায় না

(খ) স্থানীয় অংশগ্রহণের অভাব

- কৃষক, জেলে, নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সীমিত
- স্থানীয় জ্ঞান ও বাস্তব চাহিদা কম বিবেচিত
- প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা কমে যায়

(গ) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি

- প্রকল্প ব্যয় ও অগ্রগতির তথ্য সহজলভ্য নয়
- নাগরিক পর্যবেক্ষণ সীমিত
- অর্থের কার্যকারিতা ও গুণগত মান প্রভাবিত হয়

উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ● প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়, ● পর্যাপ্ত বাজেট, ● স্থানীয় অংশগ্রহণ এবং ● স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা জরুরি

আমাদের সুপারিশসমূহ (অংশ-১)

দেশীয় সম্পদভিত্তিক জলবায়ু অর্থায়ন ও ৩% বরাদ্দ নিশ্চিত করুন:

(ক) পূর্বের পরিকল্পনাগুলোর অধিকাংশই বৈদেশিক ঋণ নির্ভর; পরিকল্পনাগুলো পরিমর্জন-পরিবর্ধন-করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে অঞ্চলভিত্তিক, নিজস্ব সম্পদের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন উদ্যোগ গ্রহণ করুন।

(খ) অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা, দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু সহনশীলতা নিশ্চিত করতে জলবায়ু অর্থায়নকে জাতীয় বাজেটে কৌশলগত অগ্রাধিকার দিন এবং বাজেটে জলবায়ু বরাদ্দ জিডিপির ন্যূনতম ৩% পুনর্বিবেচনা করুন।

উপকূলীয় পানি ব্যবস্থাপনাকে জলবায়ু অভিযোজনের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত বিবেচনা করুন:

(গ) দুর্যোগ ও উপকূল সুরক্ষামূলক পানি ব্যবস্থাপনায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করুন

- ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস মোকাবিলায় উপকূলীয় অবকাঠামো উন্নয়ন
- পুরোনো বেড়িবাঁধ ও পোল্ডার সংস্কার নয়, বরং
- জলবায়ু-সহনশীল নতুন অবকাঠামো নির্মাণ
- স্লুইস গেট ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন
- নদীভাঙন প্রতিরোধ ও খাল পুনঃখনন
- জলাবদ্ধতা নিরসনে বিশেষ কর্মসূচি

বাজেটকে কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনার দলিল নয়, বরং একটি রূপান্তরমুখী ও জলবায়ু-সহনশীলতা কেন্দ্রিক নীতিগত কাঠামো হিসেবে দেখা প্রয়োজন

আমাদের সুপারিশসমূহ (অংশ-২)

(ঘ) সুপেয় পানি ও কৃষি সেচকে জলবায়ু অভিযোজনের কেন্দ্রবিন্দু করুন এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক বরাদ্দ দিন

সুপেয় পানি সংকট সমাধানে প্রাকৃতিকভিতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে

- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করতে হবে
  (টাংকি ও স্যান্ড ফিল্টার প্রযুক্তি সম্প্রসরণ)
- পুকুরভিত্তিক পানি সংরক্ষণ (পুকুর খনন করা, পাড় উচুকরা)
- অবৈধভাবে পুকুর ভরাট বন্ধ করতে হবে

কৃষি সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন (লবণাক্ততা ও অনিয়মিত বৃষ্টিতে কৃষি ঝুঁকিতে):

ভূপৃষ্ঠের পনি সংরক্ষন করে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর হ্রাস রোধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী

- নদী-খাল-বিলসহ সকল মুক্ত ও প্রাকৃতিক জলাশয় পুনরুদ্ধার করতে হবে
- সকল অবৈধ দখল-দূষণ রোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ
- পানির স্বাভবাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে খাল-নদী খনন করতে হবে
- পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে হবে
- লবণ সহনশীল কৃষি ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতে হবে

সুপেয় পানি ও কৃষি সেচ ব্যবস্থাকে জলবায়ু অভিযোজনের কেন্দ্রবিন্দুতে আনলে খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকা উভয়ই সুরক্ষিত হবে।

আমরা মনে করি, একটি কার্যকর জলবায়ু বাজেট তখনই অর্থবহ হবে, যখন তার সুফল সবচেয়ে দূর্গম ও ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাবে

আমরা আলোচনা করতে পারি----